ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
পঞ্চদশ সংখ্যা,
জুন ২০০০, আষাঢ় ১৪০৭

তাহারা শহরঃ উন্নয়নের একটি অনুকরণীয় মডেল

আয়েশা আজিম*

Tahara City: A Model for Development . Ayesha Azim

Abstract. This article is written on the basis of personal experience of the author during her visit to Japan. Tahara is an agricultural city. It has nine administrative units. Each of the units is headed by District "Sodai" Under these nine district units there are 58 smaller units which are termed as Wards. Each Ward ranges from 1500 to 1700 households. the present administrative set up of Tahara-cho is a result of several amalgamation of various small towns and communities since 1892. After early 1960 specialised farms on agriculture started in Tahara within very short time. This area is welknown in Japan for its extremely high farm income level. Similarly, growth and development of Tahara,s in dustrial sector is a typical example of an area's strong urban rural link ages, which could be described as growth of the industrial sector. The concept of decentralization upto grass root level is put in to practice at Tahara-cho, culminating in a sustained relationship between people and the government which is worth emulating by developing countries. So it may be suggested that Tahara-cho's institutional set up, administrative mechanism. devolution of authority, finacial policy, participatory system, sense of unity fair relationship of authority with local people and their appreciation for each other, desire for perfection and ever increasing appetite for development can be taken as model by any development country.

পৃথিবীর বুকে জাপান একটি সমৃদ্ধশালী দেশ। এদেশের লোকের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত ও গৌরবময়। তাহারা চো অর্থাৎ তাহারা শহর জাপানের একটি কৃষি প্রধান শহর । অতি অল্প সময়ে শহরটি কিভাবে উন্নয়নের চরম শিখায় পৌছিয়েছে এবং উন্নয়নের জন্য যে সব কৌশলাদি গ্রহণ করেছে তা এ প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হলো। এ শহর উন্নয়নে যে সব কলাকৌল অবলম্বন করা হয়েছে, তা যে কোন উন্নয়নশীল দেশের জন্য অনুসরণীয় ও গ্রহণীয় হতে পারে। জাপানের এই চমৎকার শহরটির চারিদিকে সবুজের খেলা যা সচারাচর জাপানে দেখা যায় না। এধরনের সবুজ শহরের সংখ্যা জাপানে বেশ কম। জাপানের আইচিপ্রিপেকচারের সর্বদক্ষিণে এই শহরটির অবস্থান। এ শহরটি দক্ষিণে সুবিশাল প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিমে আটসুমি ও আকবেন শহর এবং পূর্বে তায়াহাসি শহর দ্বারা বেষ্টিত । তাহারার পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে ২০০ হতে ৩০০ পাহাড়ের সারি, জাপানের আকাশ পাহাড়ের রেঞ্জের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে । তাহারা শহরের আয়তন ৮২.৩৬ বর্গমাইল। পূর্ব হতে পশ্চিমে বিস্তৃত ১৪.৩ বর্গমাইল এবং দক্ষিণ হতে উত্তরে ১০.৭ বর্গমাইল। ১৯৮৮ সালের হিসেব মতে ৯৪৫৩টি থানা নিয়ে গঠিত এই তাহারা শহরের লোক সংখ্যা

* এমডিএস, বিপিএটিসি।

৩৩০০০ হাজার। শহরের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। শীতের সময় ও একই আবহাওয়া এবং এই আবহাওয়া কৃষি কাজের উপযোগী।

তাহারা শহর অফিস একটি স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকারের সংস্থা, এই সংস্থা তার নিজস্ব মেয়র এবং টাউন কাউন্সিল নির্বাচন করে থাকে। মেয়রের অধীনে প্রশাসনিক দপ্তর, অর্থদান, শিল্পায়ন, শিক্ষা ও অন্যান্য সেবাদান ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। তাহারা শহরের নিয়োজন কাঠামো অনুযায়ী অস্থায়ী কৃষিজাত শিল্প কারাখানায় নিয়োজিত ৩৩%, প্রক্রিয়াজাত শিল্প কারখানায় নিয়োজিত ৩১% এবং সেবামূলক শিল্প কারখানায় নিয়োজিত ৩৩%।

শহরের উন্নয়নের বিভিন্ন দিক

একটি শহর উন্নয়নে স্থানীয় সরকার, স্থানীয় সংস্থাসমূহ এবং এর অর্থনৈতিক উন্নয়নকে কিভাবে আরো গতিশীল করা যায় তার পথ খুঁজে বের করার আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে উন্নয়নে জনগণের করণীয় কর্তব্যসমূহের সঠিকভাবে পালন; দক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থার কৌশলাদি অর্জন; স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের কর্তব্যে সততা ও দক্ষতা; কৃষি উন্নয়নের সাথে সাথে উন্নতমান কৃষি উৎপাদন ও এর বাজারজাত করণের জন্য সঠিক বিতরণ ব্যবস্থা গ্রহণ; শহরের ভবিষ্যত সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা ও ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জসমূহের মোকবেলার পন্থা নির্ধারণ; কৃষি সমবায় সমিতিগুলোর একতা এবং এদের করণীয় কর্তব্যসমূহ; শিল্প উন্নয়নের কলা কৌশলাদি গ্রহণ এবং শহরের পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ প্রণয়ন।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা ও জনগণের অংশগ্রহণ

বর্তমান তাহারা শহরটি ১৮৯২ সাল হতে ছোট ছোট সমাজ বা কমিনিউটির একত্রীভূতকরণের পরিবর্তন ও বিবর্তনের রূপ। ১৯৫৫ সালে তাহারা শহরের সাথে তিয়াহাসি নামে আরেকটি শহরের দুটি সমাজকে একত্রে সংযুক্ত করা হয়। সাধারণত প্রশাসন এ ধরনের কতগুলো সমাজকে একত্রিত করে একটি বড় ধরনের সমাজ গড়ে তোলে। জাপানে সরকারের প্রয়োজনে ও প্রশাসনিক সুবিধার্থে যে কোন সময় এ ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে। এটি জাপান সরকারের প্রশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এ ধরনের কাজে জনগণ সক্রিয়ভাবে সহযোগিতার সাথে অংশগ্রহণ করে থাকে।

তাহারার বর্তমান অনানুষ্ঠানিক প্রশাসন ব্যবস্থায় ৯টি প্রশাসনিক ইউনিটি রয়েছে। প্রত্যেকটি ইউনিটি একজন জেলা সোদাই দ্বারা পরিচালিত। জেলা সোদাই এই

প্রত্যেকটি ইউনিটের কর্মকান্ড সম্পাদনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে থাকে এবং উল্লিখিত ব্যক্তিরা স্থানীয় সরকার এর উন্নয়নমূলক কাজে আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করে থাকে। উক্ত শহরে উল্লিখিত ৯টি ইউনিটের অধীনে ৫৮টি ছোট ছোট ইউনিট রয়েছে। এই ইউনিটগুলোকে ওয়ার্ড বলা হয়। আবার প্রত্যেকটি ওয়ার্ড একজন ওয়ার্ড সোদাই দ্বারা পরিচালিত। এসব ওয়ার্ডগুলো ১৫ হতে ১৭০০ টি পর্যন্ত থানা বা বাড়ী নিয়ে সংগঠিত। সোদাই এর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছেঃ সমাজ এবং স্থানীয় সরকার সংস্থার সাথে যোগযোগ বজায় রাখা। সোদাই উল্লিখিত দুই দলের মধ্যে যোগাযোগের সেতু বন্ধনকারী হিসেবে গণ্য। তিনি সরকারের আদেশ, উপদেশ তার এলাকার লোকদের কাছে পৌছে দেন এবং একই ভাবে জনগণের মতামত ও প্রতিক্রিয়া তিনি সরকারের কাছে পৌছে দেন। সোদাই এর ভূমিকা হচ্ছে এই কাজ যোগ্যতার সাথে সম্পন্ন করা। তিনি তার দায়িত্ব বলিষ্ঠ নেতৃত্বের (জেলা ও ওয়ার্ডে) সাথে সম্পন্ন করে থাকেন। সোদাইদের ৬টি প্রধান দায়িত্ব হচ্ছেঃ

(ক) সরকার প্রদত্ত ফরম জোগাড় করে তা জনগণ কর্তৃক পূরণ করে স্থানীয় অফিসে সঠিক সময়ে জমা দেয়া;
(খ) সরকার ও জনসাধারণের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করা;
(গ) সরকারের আদেশ, উপদেশ ও তথ্যবলী সঠিকভাবে জনগণের কাছে পৌছে দেয়া;
(ঘ) স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় সরকারের সাথে জনগণের স্বার্থে ভূমিদখল সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে মধ্যস্থতা করে সহযোগিতার সাথে কাজ সম্পন্ন করা;
(ঙ) সরকার তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে জনগণের জন্য কোন প্রশ্নমালা তৈরী করলে সেগুলোর সুষ্ঠু বিলি নিশ্চিতকরণ;
(চ) গাড়ী চালানোর ব্যাপারে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সংশ্লিষ্ট জনগণকে এ ব্যাপারে উপদেশ দান।

অন্যদিকে স্থানীয় সমাজের জনগণ সোদাই এর প্রতি সব দায়িত্ব অর্পণ করেছে, তা হলোঃ স্থানীয় সরকারকে রাস্তাঘাট, পুল ইত্যাদি তৈরী বা উন্নয়নের জন্য অনুরোধ করা, ট্রাফিক নিরাপত্তার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণের জন্য অনুরোধ জানানো, জনগণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম যথাঃ খেলাধুলার সুবিধা বৃদ্ধি, পার্ক তৈরী ইত্যাদি কার্যাদির জন্য সরকারকে অনুরোধ করা, পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সরকারকে অনুরোধ যথাঃ সুষ্ঠু পয়ঃ প্রণালীর ব্যবস্থা করে সমাজে সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি।

চিত্র-১ ঃ তাহারা শহরের স্থানীয় সরকার কাঠামো

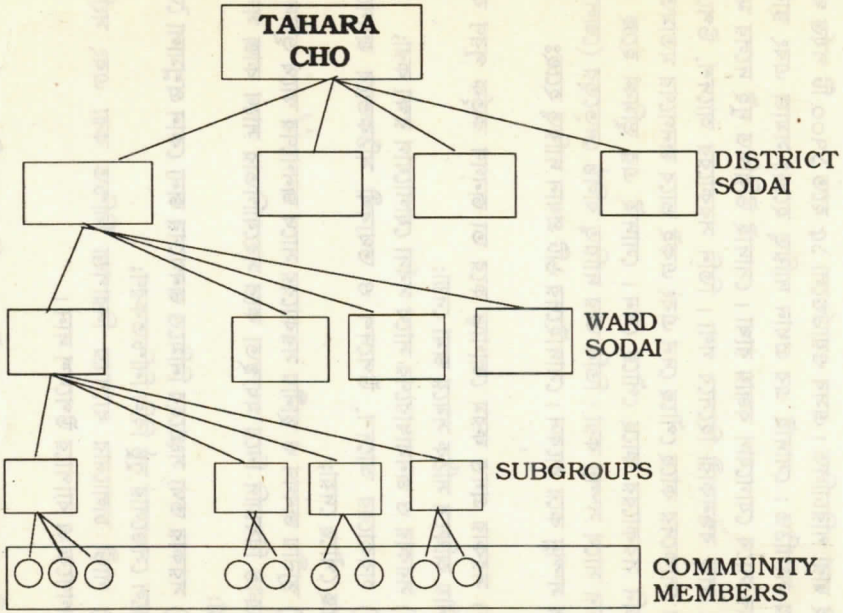

কেন্দ্রীয়, প্রিফেকচারেল এবং মিউনিসিপ্যাল সরকারের মধ্যে উল্লিখিত যোগাযোগের তাৎপর্য হলোঃ উল্লিখিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাহেতু নিম্ন-উচ্চ সমন্বিত পদ্ধতি পরিকল্পনা ও প্রশাসনকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলে। 'সোদাই' এর মধ্যস্থতায় স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে সহমর্মিতা ও একটা সুষ্ঠু যোগাযোগ এর সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের সৌহার্দতা ও স্বতঃস্ফুর্তভাবে কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ হেতু স্থানীয় সরকারের প্রতিটি উন্নয়নমূলক কাজকর্মে কৃতকার্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় সরকার

সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের যথাঃ কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান তা হলো তাহারার স্থানীয় সরকারের (১) অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা ও (২) উন্নয়ন প্রকল্পে জনগণের অংশগ্রহণ। নিম্নে তার বিবরণী দেয়া হলোঃ

(১) অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা

সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ডে সরকার দ্বৈত বা এর অধিক পর্যায়ে যৌথভাবে অর্থায়ন করে থাকে। কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক (প্রিফেকচার) সরকার কর্তৃক স্থানীয় সরকারকে ভর্তুকি প্রদান করা হয় এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য স্থানীয় সরকারকে বেতন প্রদান করা হয়। বর্তমানে তাহারা শহরটি সর্বক্ষেত্রে উন্নত। এটিকে একটি স্বনির্ভর শহর বলা যায়। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকার কর্তৃক ভর্তুকি দান বা (সাবসিডি) ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এই শহরের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধির একমাত্র কারণ সরকারের ও জনগণের মধ্যে উন্নয়নের সম্মিলিত সহযোগিতা, সমঝোতা ও সহমর্মিতা।

(২) তয়োগা পানির চেনেল প্রকল্প

বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতা ও কৃতকার্যকারিতার উদাহরণ হিসেবে এখানে উল্লেখ করা যায় তয়োগা পানির চেনেল প্রকল্প এর নাম। এই চেনেল তৈরী করার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারের উপর। কেন্দ্রীয় সরকার তয়োগা পানির চেনেলটির কাঠামো গড়ে তোলে, অন্যদিকে আঞ্চলিক সরকার সব প্রকল্পের শাখা প্রশাখা বিস্তারের জন্য কাঠামোগতভাবে সাহায্য করে। স্থানীয় সরকারের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল চাষের উপযোগী জমি খুঁজে বের করা ও সেগুলোকে চাষের উপযোগী করার জন্য সুব্যবস্থা গ্রহণ করা। এভাবে সুপরিকল্পিত ও সম্মিলিতভাবে উল্লিখিত বিখ্যাত তয়োগা পানির চেনেল তৈরী করা হয়। এই

পানির চেনেলটিকে উক্ত শহরের প্রাণ কেন্দ্র বলা হয়। কেননা এটি তৈরীর পর হতে শহরের কৃষি কাজে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় এবং জনগণের পানির সমস্যা সমাধান হয়। চাষীগণ তাদের জীবনে সুখের মুখ দেখে।

তাহারার কৃষি উন্নয়ন ও এর কারণসমূহ

১৯৬০ সালের পূর্বে এই এলাকায় কৃষি জমিগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় খন্ড খন্ড ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো এবং ছোট আকারের জমিতে চাষাবাদ হতো। সাধারণতঃ জনগণ ধান, আলো ও অন্যান্য শষ্যাদির মিশ্র চাষে অভ্যস্ত ছিল। তখন চাষের জমি ও বসতবাড়ী গড়ে ১ হেক্টরের বেশী ছিল না। এ ছাড়া চাষের জন্য কৃষকদের সর্বদা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে লড়াই করে চলতে হতো। পানির অভাবে সেচ ও কৃষি সম্প্রসারণের কাজ ব্যাহত হতো। এমনকি খাবারের জন্য বিশুদ্ধ পানিরও অভাব ছিল্ ১৯৬০ সালের প্রারম্ভে কৃষি কাজে বিশেষজ্ঞতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। তয়োগা পানির চেনেল নিমার্ণ হেতু কৃষি উন্নয়নে দ্রুত ও বিশেষ উন্নয়ন আসতে থাকে। এভাবে তাহারা শহরের উন্নয়নের মূল শিকড় এই পানির চেনেলটি বিভিন্ন কার্য সম্পাদনে সাহায্য করতে লাগল। বর্তমানে সেচ কাজের জন্য ব্যবহৃত ঘরের কাজ সম্পাদনে এবং শিল্প কারখানার কাজে এই চেনেলের পানির ব্যবহার হচ্ছে।

১৯৫৮ সালে এই চেনেল তৈরীর কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে কৃষি উন্নয়নের আরেকটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে থাকে। সেগুলো হচ্ছেঃ তায়োগার পানির মাধ্যমে শহরের গ্রীন হাউজগুলোর বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ হতে থাকে। ফলে তাহারায় প্রচুর কারনেশন ফুল, তাজা ফলমূল বিশেষ করে তরমুজ, টমেটো অনবরত উৎপাদিত হতে থাকে। তাহারা শহরে টমেটো উৎপাদনের জন্য নতুন কৌশলাদি ব্যবহৃত হতে থাকে যেমন হাইড্রোফনিক পনহার মাধ্যমে টমেটো উৎপাদন। শুধু পানি দিয়ে কম্পিউটারের সাহায্য একই সাইজের হাজার হাজার টমেটো এখানে সারা বছর উৎপাদিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে টমেটো তাহারা শহর এবং জাপানের বিভিন্ন শহরে বিক্রি হচ্ছে। এভাবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এই শহর প্রচুর লাভবান হচ্ছে। এই ভাবে শহরে চাষ উপযোগী জমিগুলো গ্রীন হাউজগুলোতে রূপান্তরিত হতে থাকে।

তাহারা শহরের কৃষি উন্নয়নের আরেকটি দিকে হচ্ছেঃ উন্নতমানের আধুনিক কৃষি যন্ত্রাদি ব্যবহার এবং আধুনিক কৃষি যন্ত্রাদি ব্যবহারে বিশেষজ্ঞতা এবং সঠিক প্রশিক্ষণ প্রদান। কৃষি উন্নয়নের সাথে সরকারের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন ওতপ্রেতভাবে জড়িত। সরকারের এগ্রিকালচারাল ষ্ট্রাকচার ইমপ্রোভমেন্ট প্রোগ্রাম

(এএস আইপি ১,২,৩) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নহেতু এই শহরে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এনে দিতে পেরেছে। এসএস আইপি-এর নীতির উদ্দেশ্যাবলী হচ্ছেঃ তাহারা শহরের জমিগুলো কৃষি উৎপাদনের উপযোগী করার জন্য জমি সম্প্রসারণ এবং নিবিড় চাষে উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ। কৃষকদের কৃষি কাজে বিশেষজ্ঞ করে তোলা এবং তাদের আদর্শ চাষী হিসেবে গড়ে তোলা। পূর্বের খন্ড খন্ড বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত চাষের উপযোগী জমিগুলোকে একত্রিভূত করে কৃষকদের দলগত চাষের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ। দলগত চাষের জন্য উপযুক্ত সেচ প্রকল্প অবকাঠামো তৈরী।

সরকারের এই নীতি গ্রহণের ফলে পূর্বের খন্ড খন্ড জমিগুলোকে একত্রিত করে কৃষি উপযোগী করা হয়। কৃষকদের আর্দশ কৃষক হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে এবং তারা কৃষি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সেচপ্রকল্প তৈরী হেতু কৃষিকাজ ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। কৃষি কাজে সরকারের ভতূর্কী দান এবং দলগত চাষের জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। সরকারের এ প্রচেষ্টার সাথে সাথে স্থানীয় সরকারের প্রশাসনিক সংগঠন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ভূমি দখল এবং সুষ্ঠু ব্যবহার নির্ধারণেও তাহারার স্থানীয় সরকারের বিশষ দক্ষতার পরিচয় রয়েছে। এছাড়া, বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনে দক্ষ ব্যবস্থাপনা, সঠিক মূল্য নির্ধারণ ও সঠিক বাজারজাতকরণ ইত্যাদি এই শহরের কৃষি কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নের বিশেষ চাবিকাঠি। এই প্রচেষ্টা কৃষকদের সামান্যতম অবস্থা হতে আজ উন্নয়নের চরম শিখায় পৌছে দিয়েছে। যা কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের একটি বিশেষ কারণ।

কৃষি সমবায় সমিতি সংগঠন

অতীতে শহরটির পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে এই এলাকার অধিবাসীগণ শহরের উন্নয়ন সম্পর্কে সব সময় সচেতন ও সজাগ। সব ধরনের পরিবর্তন মোকাবিকার জন্য এই শহরে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সংগঠনসমূহকে গড়ে তোলা হয়েছে। এ ধরনের দলসমূহের মধ্যে তাহারার কৃষি সমবায় সমিতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এ সমবায় সমিতির সংগঠন পদ্ধতি ও কর্মদক্ষতার নিপুণতা প্রশংসনীয়। এটি এমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সমবায় সমিতি, যেখানে প্রতিটি সদস্য কৃষকদের জন্য সামাজিক ও সম্প্রসারিত সেবাদান করে থাকে। এই সব সেবার মধ্যে চাষের জন্য প্রযুক্তি, অর্থ এবং ইনসিওরেন্সও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই কৃষি সমবায় সমিতির মহিলাদের জন্য একটি সমবায় সমিতি ডিভিশন গঠন করেছে। মহিলা সদস্যগণ স্বতঃস্ফূত ও সক্রিয়ভাবে পুরুষের ন্যায় সমপর্যায়ে সেবাদানে নিয়োজিত রয়েছেন। মহিলা সদস্যদের প্রতি সমিতি

প্রদত্ত দায়িত্বসমূহ হলোঃ কৃষক পরিবারদের মধ্যে সুস্থ জীবন যাপনের পদ্ধতি ও তা গ্রহণের জন্য প্রচেষ্টা এবং এই উদ্দেশ্য মহিলা সদস্যগণ কৃষক পরিবারগুলোকে নিয়মিত পরিদর্শন এবং তাদের স্বাস্থ্য কিভাবে সুস্থ, সুখের ও সুন্দর রাখতে পারা যায় তার উপর নিয়মিত বক্তৃতা এবং উপদেশ দান করে থাকে। এভাবে কৃষকদের স্বাস্থ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য তারা আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যা তাহারাবাসীদের জীবনের মান উন্নয়নের যথেষ্ট সাহায্য করছে।

কৃষকদের জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনার জন্য কৃষি সমবায় সমিতি তাহারা শহরে একটি সুপার মার্কেট তৈরী করেছে। এই সুপার মার্কেট তৈরীর উদ্দেশ্য শুধু মাত্রা লভ্যাংশ নেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরঞ্চ সমবায় সমিতির সদস্যগণ যাতে করে অল্প পয়সার বা সস্তায় জিনিসপত্র ও খাদ্য সামগ্রী কিনতে পারে তার সুযোগ করে দেয়া। কৃষকদের জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনাই এই সুপার মার্কেট নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য। মহিলা সমবায় সমিতির ডিভিশনের ন্যায় এই কৃষি সমবায় সমিতিতে কৃষি নিয়োজিত যুবকদের জন্য আর একটি শাখা রাখা হয়েছে এই সমিতিটি একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠান এবং এটি প্রশংসনীয় ভাবে সক্রিয়। এই সমিতিতে ১৯৮৮ সাল হতে ২৩ জন কৃষি যুবক উত্তরাধিকার সূত্রে স্থানীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছেও রেজিষ্ট্রার্ড হয়েছে। এই যুবক সমিতির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছেঃ কৃষি যুবক উন্নয়ন কাজে কৃষকদের দক্ষতাকে আরও দক্ষ ও বলিষ্ঠ করে গড়ে তোলা; কৃষকদের জীবনকে আরও সামাজিক ও আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলো; প্রজন্মদের এই পেশার প্রতি আরও বেশী উদ্বুদ্ধ করা যাতে এই পেশায় তারা সর্বদা নিয়োজিত থাকতে আগ্রহশীল হয়।

তাহারার কৃষি উন্নয়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

বর্তমানে কৃষি উন্নয়নে চরম শিখায় পৌছার পরও তাহারা শহরের স্থানীয় সরকার ও জনগণ সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা করছেন। যথাঃ কৃষি সংক্রান্ত কিছু কিছু বিষয়কে ভবিষ্যতে কিভাবে তারা মোকাবিলা করবে এবং কিভাবে তা নির্ধারণ করবে। এই সব চ্যালেঞ্জগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

*আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়সমূহ জাপানের উপর তার আভ্যন্তরীণ বাজার, রপ্তানী ব্যবসা খুলে দেওয়ার জন্য যে প্রভাব সৃষ্টি করছে, এর জন্য তাহারা শহরের ভবিষ্যতের কৃষি কৌশল কিরূপ হবে?

*কৃষি উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পেলে ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে কি ধরনের কৌশলাদি গ্রহণ করা উচিত?

*কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ ও কৃষি উপকরণ বিতরণ যৌক্তিকতা কিরূপ হবে ?

*তাহারায় উৎপাদিত কৃষি দ্রব্যাদির সাথে জাপানের অন্যান্য শহরের উৎপাদিত দ্রব্যাদির মান নির্ণয়ের জন্য কিরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজন ?

*কৃষির জন্য নিত্য নতুন ও উন্নতমানের কৃষি যন্ত্রাদি ব্যবহার বিশেষ করে বায়োটেকনলজি প্রক্রিয়ার প্রচলন কিভাবে করা যায়?

*ঐতিহ্যবাহী কাজকে প্রবাহমান রাখার নিশ্চয়তার জন্য বৃদ্ধ কৃষক হতে যুবক কৃষকের কাছে কৃষি কাজ হস্তান্তরকরণ এবং এই যুবক কৃষকদের কৃষি কাজ ব্যতীতে অন্য কোন কাজে যোগদানে বিরত রাখার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন ইত্যাদি।

এই চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য দুর্বল হচ্ছে তাহারার যুবকগণের কৃষি কাজে যোগদানে অনীহা। কৃষি কাজে মোট আকারের আয়, জীবনের মান অনেক উন্নতমানের হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার যুবক সম্প্রাদয়ের কাছে এ কাজটি বিশেষ আকর্ষণীয় বা জনপ্রিয় নয়। এ পেশাকে তারা সারা জীবনের পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। এ ব্যাপারে আলোচনায়, জানা যায় যে, বিয়ের বেলায় এই পেশায় নিয়োজিত বর্তমান কৃষক যুবকদের বেশ সমস্যা হচ্ছে। কেননা তাহারা শহরের যুবতী মেয়েরা যুবক কৃষকদের সাথে বিবাহ বন্ধনে এতটুকু আগ্রহী নয়। এর কারণ সংসারে কৃষকদের স্ত্রীদের অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। কৃষকদের স্ত্রীদের সারা দিন ঘরের ও কৃষি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। এ জন্য যুবতী মেয়েরা এ ধরনের জীবনের প্রতি আগ্রহী নয়। সরকার বর্তমানে ২৩ জন যুবক কৃষককে, বৃদ্ধ কষকদের পরিবর্তে উত্তরাধীকারী চাষী হিসেবে পদবী দান করেছে। এরা বর্তমানে কৃষকদের ভবিষ্যৎ বংশধর হিসেবে কৃষি কাজে প্রতিনিধিত্ব করবে।

বর্তমানে তাহারা শহরের স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাবন্দ ও জনগণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, তারা কৃষি কাজ প্রতিযোগিতায় এবং উন্নয়নে আধুনিক ও উন্নতমানের কলাকৌশল ব্যবহার করে মূল্য সংযোজন (ভ্যালুএডেড) চাষ করতে সক্ষম হবে। ভ্যালুএডেড এর পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা শহরে একটি উপদেশনা দল সংগঠিত হয়েছে। এই উপদেশনা দল শহরের কৃষি কমিটির সদস্য মহিলা কৃষক ও যুবক কৃষকদেরও

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য কৃষি কাজে যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে সম্মিলিতভাবে এর সমাধান করতে হবে। অবশ্য এ ধরনের সমস্যা সমাধানে তারা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের সহায়তা ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। এতদ্ব্যতীত পরিবেশগত অবস্থার উন্নয়নের প্রেক্ষিতে এবং কৃষকদের বাড়ি ঘর ঝকঝকে, তকতকে ও সুন্দর রাখার জন্য জনগণ অহরহ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বর্তমানে কৃষকদের বাড়ীতে সুষ্ঠূ পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর সুবিধা শতকরা ৩০% পরিবার পাচ্ছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শহরের জীবনের মত কৃষকদের জীবনের মান উন্নয়ন, যাতে করে যুবক ও কৃষকগণ যেন শহরে জীবনে উৎসাহিত না হয়। বর্তমানে তাহারা শহর প্রশাসন কৃষকদের দুর্দিনে ছুটি দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছে যাতে করে কৃষকগণ আনন্দের সাথে তাদের ছুটিগুলো উপভোগ করতে পারে। এভাবে তাহারার মধ্যে কৃষকদের সুন্দর জীবন যাপনের মানসিকতার গড়ে উঠেছে।

কৃষি উন্নয়নের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

ক) ভবিষ্যতে উন্নতমান কৃষি কাজ বৃদ্ধির জন্য টেকনিক্যাল কলাকৌশল বৃদ্ধি;

খ) কৃষি কাজকে আকর্ষণীয় করার নিমিত্তে কৃষি কাজের উপর বিভিন্ন তথ্য বিনিময়;

গ) কৃষির উপর প্রশিক্ষণ দান;

ঘ) সমাজ ও গ্রামসমূহ কর্তৃক উন্নয়নের প্রচেষ্টা সর্বদা অব্যাহত রাখা।

তাহারার শিল্প উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

তাহারা শহরের শিল্প উন্নয়নের দিকও খুব উল্লেখযোগ্য। শিল্প উন্নয়নের একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে, শহর ও গ্রামের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ বিদ্যমান (আরবান রুরাল লিনকেজ)। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এখানকার শিল্পউন্নয়ন কৃষি উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। এই দুখাতের (বা সেক্টরের) উন্নয়ন এবং সেবামূলক শিল্প (টারসিয়ারি) উন্নয়নের কৃতকার্যতা প্রসংশিত। এই কৃষি এবং শিল্প খাতে যোগাযোগের ধরনকে যে কোন উন্নয়শীল দেশ অনুকরণ করতে পারে।

১৯৫০ সাল হতে সরকারের প্রচেষ্টার ফলে এই শহরে সুস্থ অর্থনেতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এখান উল্লেখ্য যে, সরকারের প্রকল্পসমূহ, যথাঃ (১) তয়োগা পানির চেনেল, (২) ভূমি সংগঠন ও ভূমি পুনঃ দখল ইত্যাদি এই শহরের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এই ধরণের উন্নয়নের অভিজ্ঞতার সাথে সাথে

স্থানীয় জনগণের মধ্যে সমন্বয়, দক্ষতা, সহমর্মিতার ভাব, সহযোগিতার নিপুণতা, একে অন্যের উপর অগাধ বিশ্বাস ইত্যাদি বিশেষ কৃতিত্ব বহন করে। ১৯৬০ সালের পূর্বে তাহারা শহরের শিল্প কারখানাগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থান করছিলো। উল্লিখিত কারখানাসমূহ সিমেন্ট, বাড়ীর ছাদ নির্মাণের জন্য টাইলস তৈরী, সামদ্রিক খাদ্য বস্তু (সি ফুড) তৈরী ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের মেশিনাদি তৈরীর কাজে নিয়োজিত ছিল। এ ধরনের শিল্পকারখানাগুলো স্থাপনে তেমন কোন পরিকল্পনা ছিল না। তাই সেগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। মাত্র ১৮% লোক এসব শিল্প উন্নয়নের সুবর্ণ পরিবেশ ছিল। এ সময় কৃষি বিভাগ বেশ শক্তিশালী খাত হিসেবে গড়ে উঠে। তাহারার গ্রাম এলাকায় ছোট আকারের শিল্প কারখানাগুলো টোকায়ডো সমদ্র এলাকা জুড়ে উন্নতি করতে লাগল। ১৯৬৮ সালে তয়োগা পানির চেনেল নির্মাণ শেষে এলাকায় কৃষি কাজ উন্নয়নের সাথে সাথে শিল্প উন্নয়ন দ্রুত ভাবে এগিয়ে যেতে থাকে।

১৯৭৫ সালে শিল্প কারখানার উন্নয়নের জন্য জমি পুনঃ উদ্ধার কাজ সম্পন্ন হয়। এবং এর সাথে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃক বন্দরের সুযোগ গ্রহণ করা হয়। এই বন্দরটির নাম মিকওয়া বন্দর। বন্দরটি সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের সাথে সাথে একটি বৃহৎ সিমেন্ট কারখানা পুনঃ উদ্ধারকৃত জমিতে (১৯৬৯) গড়ে উঠে। ফলতঃ দেখা যায়, এর পরবর্তি বৎসরগুলোতে ৩০টির অধিক শিল্প কারখানা এই সামদ্রিক শিল্প এলাকা জুড়ে স্থাপিত ও সম্প্রসারিত হতে থাকে। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এ ধরনের শিল্প সম্প্রসারণের ফলে ১৯৭৯ সালে টয়োটা মটরস করপোরেশন এখানে একটি অটোমোবাইল এসেমবল প্লান্ট স্থাপন করে। এই প্লান্টটি সর্বমোট ২০০ হেক্টের জুড়ে বিস্তৃত অর্থাৎ উল্লিখিত শিল্প এলাকার ৩০% জমিতে এই প্লান্টিটি বিস্তৃত। এতে সর্বমোট ৫০০০ হাজার লোক নিয়োজিত। এই প্লানটি ২০% থেকে ৬০% স্থানীয় কর বৃদ্ধি করেছে।

উল্লিখিত শিল্প কারখানার উন্নয়নের সাথে সাথে তাহারা শহরের জনগণের জীবনের মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সাথে সাথে তাহারার জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ও সেবার চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং পরবর্তিতে তাহারা শহরে দুটি বৃহৎ আকারের সুপার মার্কেট এবং ৬০০ শত খুচরা দোকান স্থাপিত হয়। এ সব দোকান ও সুপার মার্কেট হতে বাৎসরিক গড়ে ৬০ বিলিয়ন ইয়েনের জিনিষপত্র বিক্রি হয়ে থাকে।

বর্তমানে এই ধরনের শিল্প উন্নয়নের সাথে তাহারা শহর প্রশাসন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এসব চ্যালেঞ্জের এর সঠিক মোকাবেলা

কিভাবে করবে তার উপর চিন্তা ভাবনা চলেছে। যেমনঃ (১) যুক্তরাষ্ট্রে জাপানের গাড়ীর চাহিদা বৃদ্ধিকরণ। (২) বর্তমানে জাপানের শ্রম মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে টয়োটা মটর করপোরেশন কর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া শহরেই একটি টয়োটা গাড়ীর নতুন এসেম্বল প্ল্যান্ট তৈরী করার পরিকল্পনা নিচ্ছে। কিন্তু এতে তাহারা শহরের স্থাপিত শিল্প কারখানাগুলো সম্পদভিত্তিক নয়। তাই আগামী বৎসরগুলোতে দেশীয় ভিত্তিক স্থাপন করা অতীব প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এ ধরনের শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি শিল্প সেন্টারগুলোর মধ্যে দৃঢ় যোগসূত্র গড়ে তুলতে হবে।

তাহারার জনজীবন প্রণালী ও সামাজিক উন্নয়ন

১৯৬০ সাল হতে এ শহরে কৃষি ও শিল্প খাত পরিবর্তন ও উন্নয়নের চরম শিখায় পৌঁছেছে। তাহারা সমাজে অনেক পরিবর্তন এসেছে। অধিবাসীদের জীবন প্রণালীর ধরন ও নেতৃত্বে অনেক পরিবর্তন ও পরিমার্জন হয়েছে। এ পরিবর্তন বর্তমানে তাহারার অধিবাসীদের খাদ্য গ্রহণের ধরন, বাড়ী ঘর নির্মাণ এবং সরকারের কাছে সেবার চাহিদা হতে পরিলক্ষিত হয়। এলাকায় অধিবাসীদের এখন বিরাট চাহিদা হচ্ছে সরকার কর্তৃক নাগরিকদের প্রতি সুষ্ঠু সেবা প্রদান। জীবনের মান উন্নয়নের সাথে সাথে বর্তমান তাহারার ঘরে ঘরে অধিক পরিমাণের আর্বজনা জমেছে এবং সেগুলো দুরীরণর সঠিক ব্যবস্থাপনা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে তাহারায় একটি রিসাইক্লিং কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এই রিসাইক্লিং কেন্দ্রের মাধ্যমে ঘরের আর্বজনাসমূহঃ

*অরর্সেনিক সার উৎপাদন করছে যা, শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে।
*আবর্জনাগুলোকে জমি ভরাট করার কাজে লাগানো হচ্ছে, তবে মেটাল ও কাচঁসমূহ শিল্প কারখানার কাজে পুনঃ ব্যবহারের জন্য আলাদা করে রাখা হচ্ছে।

*পয়ঃ প্রণালী কেন্দ্র নির্মাণ হেতু প্রত্যেক বাড়ীতে সুষ্ঠু সুয়েরেজ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে অধিবাসীদের জন্য এলাকায় একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে। যার ফলে তাহারাবাসী মনে করে তারা খুব খুশি সুখী। এরূপ পরিষ্কার সুখময় ও সুস্থ জীবন যাপনের জন্য অধিবাসীগণ খুব সচেতন। তারা উল্লেখিত ব্যবস্থাপনা নিয়মিত

লক্ষ্য রাখে। এভাবে তাহারার অধিবাসীদের জীবনের ও সমাজের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে তাহারার জনগণের মধ্যে মূল্যবোধ, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে। অবশ্য এই পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বে তাহারা শহরে বর্তমানে বেশ কতকগুলো সমস্যা রয়েছে। এ শহরের যুবক ও যুবতীরা গ্রামে বাস করতে অনীহা প্রকাশ করছে। দিন দিন শহরের প্রতি তাদের আর্কষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কৃষি কাজে তাদের আকর্ষণ হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে এটি তাহারা শহরের কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট একটি হুমকীস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মনোভাব অধিকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে তাহারার যুবতী মেয়েদের মধ্যে। এসব মেয়েদের মতে কৃষি কাজ বড় কঠিন, ঐতিহ্যবাহীও পুরোনো পেশা। এটি তাদের অপছন্দীয় কাজ। শহরের বেতন ভোগী কাজ তাদের অনেক ভাল লাগে। কৃষি কাজে বেতন বেশি দিলেও তারা একাজ করতে আগ্রহী নয়। একারণে তাহারার অত্যধুনিক কৃষি ও শিল্প কাজে অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বে এখানকার যুবক ও যুবতী সম্প্রদায়কে একাজে ধরে রাখার প্রচেষ্টা তাহারার সমাজে একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাহারা শহরের পরিকল্পনা পদ্ধতি

সরকার এই শহরের জন্য সামগ্রিকভাবে তৃতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় শহরের ভৌত কাঠামো গড়া এবং সব রকম মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনার একটির বিশেষ উদ্দেশ্যে হচ্ছে শহরটিকে সূর্যের আলোয় ঝলমল একটি সুন্দর সবুজ শহর হিসেবে গড়ে তোলা। এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ভূমির উপর সঠিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা বিশেষ করে শিল্প উন্নয়ন এবং এর সম্প্রসারণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জমির ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তাই শিল্প উন্নয়নের জন্য উপ সাগরের উপকূল এলাকার ভূমিগুলির পুনঃ দখলের প্রচেষ্টা চলেছে।

দ্বিতীয়তঃ তাহারা শহরকে ভ্রমণ কেন্দ্র সিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা। এ জন্য স্থানীয় সরকার (মিউনিসিটিপ্যালটি) আইচি প্রিফেকচারের এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ব্যুরোতে (যারা ভূমি দখল নিয়ে জড়িত) প্রতিনিধিত্ব করছে যাতে করে ভষ্যিতে দখল জমিগুলোকে শিল্পকারখানা এবং অনন্দদায়ক কাজের জন্য ব্যবহার করা যায়। শহরটিকে আকর্ষণীয় করার এবং তার শিল্প, কৃষি ও অন্যান্য

খাতের উন্নয়নের ভারসাম্য বজায় রাখা উল্লিখিত পরিকল্পনা একটি বিশেষ দিক। পরিকল্পনার অংগসমূহ হচ্ছেঃ

(ক) মৌলিক ধারণা (বেসিক কনসেপ্ট)। এটি তাহারা শহরে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অর্থাৎ ২১তম শতাব্দী যথা ২০১০ হতে ২০১৫ সালকে বোঝাচ্ছে।

(খ) কাঠামোগত পরিকল্পনা (ষ্ট্রকচারাল প্ল্যান)। কাঠামোগত পরিকল্পনা ১৯৮৬ হতে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বোঝাচ্ছে।

(গ) বাস্তবায়ন কর্মসূচী এটি তিন বৎসর পর্যন্ত চলমান পরিকল্পনার অন্ত র্ভুক্ত।

(ঘ) বাৎসরিক বাজেট। প্রজেক্ট অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন কর্মসূচী প্রণয়ণের জন্য।

সুসম উন্নয়ন কৌশল

উন্নয়নের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের, তাহারা শহরের উন্নয়নের বিষয়ে একটি সুষ্ঠু ও সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। এই শহরের উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাস্তবায়ন ক্ষমতা ও ভবিষ্যত উন্নয়নের মধ্যে দূরদৃষ্টি অতীব প্রশংসনীয়। এই পরিকল্পনার মূখ্য কৌশল হচ্ছে শিল্প ও কৃষি উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অর্থাৎ এ দুটির সম্মিলিত সুসম উন্নয়ন। তাহারাবাসী ও কর্মকর্তাগণ উন্নয়নের বিভিন্ন দিক এবং বিস্তৃতি সম্পর্কে খুবই সচেতন। শিল্পের উপর নির্ভরশীলতা দূরীকরণেও তারা বিশেষ ভাবে সজাগ। এ ধরণের কাজের উদাহরণ টয়েটা মটর করর্পোরেশন স্থাপন হতে বোঝা যায়। এটি এমন একটি স্বয়ংস্পূর্ণ শিল্প কারখানা, যার যথেষ্ট বিস্তৃতি রয়েছে এবং শিল্পকারখানার নির্ভরশীলতা বলতে এখন আর নাই বললেই চলে।

বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য দিক

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্রতম ও অনুন্নত দেশ, যার মাথা পিছু আয় ছিল সে সময় মাত্র ২২০ ডলার। এদেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে। সেহেতু দরিদ্রতা এদেশের উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায়। সে কারণে বাংলাদেশে জাতীয় সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার এর প্রতিষ্ঠানগুলো দারিদ্র বিমোচনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। এছাড়া আমাদের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯০-৯৫ এর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন। স্থানীয় সরকারের সাথে সাথে ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান সংস্থাগুলো কৃষি, মৎস্য চাষ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য এসব দারিদ্র বিমোচনের কাজে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি হচ্ছে উন্নত থানা প্রশাসন। কেননা, এদেশের উন্নয়নের জন্য থানাগুলোর উন্নয়ন বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন। জাতীয় উন্নয়নের জন্য থানা প্রশাসনের গুরুত্বও অপরিসীম। থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সর্বদা থানা প্রশাসনের সমন্বয়বিধায়ক হিসাবে কাজ করতে হয়। প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কার্যাবলী সুচারুরূপে, নিপুণতা ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার দায়িত্ব থানা নির্বাহী কর্মকর্তার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। আমাদের দেশে থানা ও জেলা পর্যায়ে বিবিধ কর্মকান্ডের মধ্যে এখনও সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রশাসনিক জটিলতা রয়েছে। থানার সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের সমঝোতা ও সহযোগিতার উপর। স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করতে গেলে কয়েক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতে হয়। যেমনঃ

(১) সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে জন প্রতিনিধিদের সম্পর্ক;
(২) সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদের সম্পর্ক;
(৩) সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে জনগণের (বিশেষ করে beneficiary) সম্পর্ক;
(৪) সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে বেসরকারী কর্মকর্তাদের সম্পর্ক।

উল্লেখিত চার ধরনের সম্পর্কের মধ্যে অনেক রকম সমস্যা রয়েছে, যা অনেক সময় সুষ্ঠু ভাবে সমাধান হয়ে উঠেনা। এ জন্য প্রয়োজন স্থানীয় পর্যায়ে একতা, সমঝোতা ও দক্ষ সমন্বয়। এছাড়া আমাদের দেশে রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রশাসনে, সমাজে ও জনগণের মনেও অনেক পরিবর্তন আসে। স্বাধীনতার এতদিন পরও বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের ব্যবস্থাতে যথেষ্ট দুর্বলতা দেখা যায়। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে, আমাদের দেশে এ পর্যন্ত স্থানীয় পর্যায়ে শক্তিশালী কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে পদ্ধতিগুলি সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে যায়, যার জন্য সর্বদা অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে। একই ভাবে সমাজ ও তার অর্থনৈতিক দৈন্যতা হেতু জনগণের মধ্যেও সর্বদা হতাশা দেখা যায়।

রাজনৈতিক ধারার জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে গতিশীলতা বাধা পায়। অনেক সময় জনগণের প্রয়োজন এর চাইতে রাজনীতিবিদদের স্বার্থের খাতিরে উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় সরকারের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক

সহযোগিতার দৃষ্টান্ত ও বিরল। এছাড়া স্থানীয় সংস্থা সংক্রান্ত যে সব বিধি বর্তমানে রয়েছে, তার মধ্যে একই স্তরের পারস্পরিক সহমর্মিতার কোন স্পষ্ট নির্দেশ নাই। এর কারণ বৃটিশ আমলে যে বিধি তৈরি হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন এখনও আসেনি। সেজন্য সরকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা কম দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় সরকারের তিনটি স্তরে (জেলা, থানা, ইউনিয়ন) আইন কানুনগুলো একই রকম নয়। এগুলোর মধ্যে যথেষ্ট অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। এজন্য কাজ করতে গিয়ে প্রশাসন বার বার ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। এ ছাড়া যে ভাবে প্রত্যেকটি জেলা, থানা এবং ইউনিয়নের জনসংখ্যার হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক সেই হারে অধিক কর্মকর্তা নিয়োগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ইত্যাদি ইউনিটের সাথে অন্যান্য সুবিধাদি তেমন বৃদ্ধি পায়নি। দক্ষ সমন্বয় ও সহমর্মিতাও বৃদ্ধি পায়নি। স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও সদব্যবহারে ত্রুটি, পরিকল্পনার চিহ্নিতকরণ, প্রণয়ন বাস্তবায়ন সমস্যা, সুষ্ঠু কর্তব্যপালন ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব সমাজ সেবকদের অনীহা, জাতীয় প্রতিনিধিদের দুর্বলতা উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে জাপানের তাহারা শহর উন্নয়নে সমন্বয় ও সহমর্মিতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাহারার স্থানীয় সরকার উন্নয়নের জন্য জাপানে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ও জনগণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা, সমঝোতা, সহযোগিতা ও এর সাথে সাথে থানা প্রশাসনের সর্ব পর্যায়ের আন্তরিকতা, যোগাযোগ কৌশল সত্যি প্রশংসনীয় ও লক্ষণীয়। তাহারার সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে দক্ষ সমন্বয় ও সমঝোতা ক্ষমতা অত্যন্ত দৃঢ় ও প্রখর যা ঐ দেশের জন্য বয়ে এনেছে সমৃদ্ধি। তাহারার স্থানীয় প্রশাসনের এই দক্ষ সমন্বয় কৌশল ও সৌহার্দতা গড়ে তুলেছে তাদের জাতীয় জীবনের সাফল্য। অনুন্নত দেশগুলোর জন্য তাহারার এই স্থানীয় সরকার একটি অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় মডেল হতে পারে।

তাহারা শহরের উন্নয়নে লক্ষণীয় পর্যবেক্ষণ সমূহ

কেন্দ্রীয় সরকার ও তাহারার স্থানীয় সরকারের উন্নয়নে সর্বক্ষেত্রে সমঝোতা, সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা বিরাজমান। এই সহযোগিতা ও সুষ্ঠু যোগাযোগের প্রভাব শহরটির প্রতিটি কর্মকান্ডে পরিলক্ষিত হয়েছে। যা শহরটি উন্নয়নের চরম শিখায় পৌছে দিয়েছে। অনানুষ্ঠানিক অথচ কার্যকরী 'সোদাই'দের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রভাব ও অসাধারণ যোগাযোগ ক্ষমতা জনগণ ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে সহযোগিতা ও সমঝোতার একটি দৃঢ় সেতু বন্ধন গড়ে তুলেছে। উক্ত যোগাযোগ কৌশলের

মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাহারার স্থানীয় সরকারের।

প্রথমতঃ সুষ্ঠু নীতি গ্রহণের মাধ্যমে সহযোগিতা। দ্বিতীয়তঃ ভৌত কাঠামো তৈরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ, কৃষকদের একেবারে নিঃস্ব অবস্থা হতে জাপানের উচ্চমানের কৃষক হিসেবে গড়ে তোলার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ জাপানের কেন্দ্রীয় সরকারের। তয়োগা পানির চ্যানেল নির্মাণ ও সমুদ্র এলাকার ভূমি পুনর্দখলি পরিকল্পনা সত্যিই সরকারের দূরদর্শিতার উদাহরণস্বরূপ। পরিকল্পনায় দূরদৃষ্টি, কৃষি খাতে ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাহারা শহরের ভূমি ব্যবহার এবং ভবিষ্যতে এ ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক ভাবে এ শহরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এই শহরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির জন্য এবং সব ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় এ ধরনের কৌশলাদি সত্যিকার অর্থে অনুকরণীয়।

উপসংহারে বলা যায়, শহরটির উন্নয়নে এই শহরের প্রশাসন কৌশল, বিকেন্দ্রীকরণ, ক্ষমতা নিরসন পদ্ধতি, দ্বন্দ্ব নিরসন পদ্ধতি ও বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সমন্বয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠার ধরন, স্বয়ংস্পূর্ণতা অর্জনে জনগণের অধ্যাবসায়, উন্নয়নের তাদের অদম্য আগ্রহ, নিরলস প্রচেষ্টা যে কোন দেশের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। উল্লেখিত পদক্ষেপসমূহ অনুকরণ করলে যে কোন উন্নয়শীল দেশের দরিদ্রতা দূর হতে পারে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়শীল দেশ। স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন জটিলতা উত্তরণের জন্য উল্লিখিত মডেলটির অনুসরণ করা যেতে পারে।

তথ্য নির্দেশিকা

সাব্বীর, চিমা(১৯৮৮) ইনষ্টিটিউশন্যাল ডাইমেনসন অব লোকাল এন্ড রিজিওন্যাল ডেভেলপমেন্ট।

ডেভাস, নিক (১৯৮৮) সিসটেম অব এলেকেসন অব গভর্নমেন্ট ফান্ড টু লোকাল এন্ড রিজিওন্যাল গভর্ণমেন্ট। ইউএন আরসিডি।

ফিল্ড ডিজিট পেপারস। ইউএনআরসিডি, ১৯৮৮।

পেপারস অব তাহারা টাউন অফিস, তাহারা, ১৯৮৮।